জামবনিতে তৈরি হচ্ছে প্রজাপতি পার্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ জঙ্গলের মধ্যে কনকদুর্গা মন্দির, ডুলুং নদী এবং জঙ্গলের টানে পর্যটকের ভিড় লেগে থাকে বছর ভর কিন্তু রাতে থাকার ঠিকঠাক ব্যবস্থা না থাকায় মুখ ফেরাচ্ছিলেন পর্যটকরা। পর্যটকদের রাত কাটানোর মতো হোটেল বা লজ কিছুই ছিল না। এবার সেই কালিমা ঘুচিয়ে নবরূপে তৈরি চিঙ্কিগড়। জামবনি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে সেই অভাবও মিটছে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় দু'কামরার অতিথিশালা তৈরির কাজ শেষ। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ করা ১৮ লক্ষ টাকায় তৈরি হয়েছে অতিথিশালা। প্রশাসনের উদ্যোগে মন্দির চত্বরে সৌন্দর্যায়নের কাজহয়েছে। একটি পরিখা করে বোটিংয়ের ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির টাকায় মন্দির চত্বরে বসানো হয়েছে বিশালাকৃতি ডাইনোসর, হাতি, হরিণ ও কুমীরের মডেল। চিঙ্কিগড়ের জঙ্গলে ডুলুং নদীর পাড়ে কনকদুর্গা মন্দির লাগোয়া এলাকায় 'প্রজাপতি পার্ক' তৈরি করতে চলেছে জামবনি ব্লক প্রশাসন।

টাকা ফেরতের নামে হুমকি, অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

পরিকল্পিতভাবে ফাঁসানোর অভিযোগ ধৃতের পরিবারের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খেজুরি ঃ বাড়ি নির্মাণের জন্য বরাত দেওয়া ইট না পেয়ে জমা দেওয়া টাকা ফেরত নিতে এসে এক ব্যবসায়ীকে আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটল খেজুরিতে। ঘটনাটি জানতে পেরে স্থানীয় বাসিন্দারা ভাটার চারদিক ঘিরে ফেলায় তাঁদের হাতে ধরা পড়ে যায় দুই অভিযুক্ত। এদের থেকে একটি দেশি বন্দুক ও এক রাউন্ড গুলি উদ্ধার হয়েছে। ধৃতদের পরে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসী। যদিও ঘটনাটিকে সাজানো বলে দাবি করেছে ধৃত যুবকদের পরিবার। তাঁদের দাবি, টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেই ফাঁসানো হয়েছে এই দুই যুবককে। নন্দীগ্রামের সুন্দীর বাসিন্দা পরশুরাম মান্না নতুন ঘর করার জন্য খেজুরির মিঞামোড়ের পরিমল দাসের সিমেন্টের ইটভাটা থেকে ইট নেওয়ার জন্য ১০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। অভিযোগ, টাকা পেলেও পরিমল দাস ইট দেয়নি পরশুরাম মান্নাকে। তাই ইট না পাওয়ায় সোমবার জমা টাকা নিতে এসে পরশুরাম মান্না ও তার সহযোগী সুন্দীর এলাকার বাসিন্দা নির্মল শিট বন্দুক দেখিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে নানাভাবে হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের থেকে জানা গেছে, ঘটনাটি দেখতে পেয়ে পরিমলবাবুর ম্যানেজার স্থানীয় গ্রামবাসী ও তৃণমূল নেতা নসরত আলিকে খবর দেন। তাঁরা ইটভাটা চত্বর ঘিরে ফেলায় বিপদ বুঝে পালানোর চেষ্টা করে পরশুরাম ও নির্মল। তবে এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়ে যায়। চলে গণপ্রহার। পরে খেজুরি থানার পুলিশের হাতে দুই অভিযুক্ত ও উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেন স্থানীয়রা। যদিও সমস্ত ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে সাজানো বলে দাবি করেছেন পরশুরাম মান্নার স্ত্রী প্রতিমা মান্না। প্রসঙ্গত ইন্দিরা আবাসনের টাকা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে সুন্দী এলাকার তৃণমূল নেতা অসিত হাজরা এক গৃহবধূকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় ধৃত তৃণমূল নেতা বর্তমানে বিচারাধীন বন্দি। প্রতিমাদেবী জানিয়েছেন, সোমবার ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়েছিলেন তাঁর স্বামী। প্রয়োজন অনুযায়ী অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকায় স্থানীয় যুবক নির্মল শিটকে নিয়ে খেজুরির মিঞামোড়ে যান।

তাঁরা ওই ইটভাটার মালিকের থেকে টাকা ফেরত আনতে গিয়েছিলেন। প্রতিমাদেবীর দাবি, তাঁর স্বামী ও প্রতিবেশি যুবককে পরিকল্পিতভাবে মারধর করে তাঁদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ধরিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে পরিমল দাস। খেজুরি থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু দাস জানিয়েছেন, আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুই যুবক ধরা পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বালি চুরি করে যাওয়ার পথে আটক তিন লরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা থেকে বালি চুরি করে লরিতে করে সড়ক পথে পালানোর সময় কাঁথিতে ধরা পড়ে গেল তিন দুষ্কৃতী। পাচার কাজে ব্যবহৃত তিনটি লরিকেও আটক করেছে কাঁথি থানা। বাকি অভিযুক্তদের ধরতে শুরু হয়েছে তল্লাশি অভিযান। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি থানা সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে তাঁরা জানতে পারেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা নদীর পাড় থেকে বেআইনিভাবে বালি কেটে সড়ক পথে কাঁথির উপর দিয়ে কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। এই খবর পাওয়ার পরেই পুলিশ নন্দকুমার-দিঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কে কাঁথির খড়্গপুর বাইপাশে লরি গুলিকে ধরার জন্য ফাঁদ পাতেন। তিনটি লরি খড়্গপুর বাইপাশে আসার পরেই পুলিশ কর্মীরা লরি তিনটি ঘিরে ধরেন। এই তিন লরির চালক পুরুলিয়ার অধিবাসী ইমরান আনসার, তমলুকের হরিদাসপুরের অসিত সামন্ত ও অনন্তপুরের মধুসূদন রাম পুলিশি জালে ধরা পড়ে যায়। তবে বাকিরা পালিয়ে যান। এরপরেই পুলিশ লরিগুলিকে আটক করে কাঁথি থানায় নিয়ে আসেন। মঙ্গলবার তিন ধৃত লরি চালককে কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। আদালত ধৃতদের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

দিঘায় মদ্যপ অবস্থায় স্নানে নেমে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিঘা ঃ ফের মদ্যপ অবস্থায় সমুদ্র স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল এক পর্যটকের। মঙ্গলবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সৈকত শহর নতুন দিঘার পুলিশ হলিডে হোমের সামনের স্নান ঘাটে। মৃতের নাম সেখ এসারুল (২১)। ঘটনার বিবরণ, সোমবার গভীর রাতে হাওড়ার জগৎবল্লভপুর এলাকা থেকে একটি বাসে ৫০ জন পর্যটক দিঘায় বেড়াতে আসেন। জানা গেছে, পুলিশ হলিডে হোমের সামনে স্নানঘাটে আরও কয়েক জনের সাথে স্নান করতে নামে সেখ এসারুল। অভিযোগ, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে আরও কয়েকজনের সাথে মদ্যপ অবস্থায় স্নান করতে নামে এই যুবক। কিছুক্ষণের মধ্যে ঢেউয়ের আঘাতে তলিয়ে যায় এই যুবক। বাকি পর্যটকদের চিৎকার শুনে নুলিয়ারা সাথে সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে উদ্ধার করেন এই যুবককে। চিকিৎসার জন্য দিঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকেরা সেখ এসারুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে, মদ্যপ অবস্থায় সমুদ্র স্নান করতে নেমে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে এই যুবক। দিঘা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

দেশপ্রাণে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ কাঁথি দেশপ্রাণ ব্লকের এক যুবক টেবিল ফ্যান চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শ্রীগোবিন্দ দন্ড(৪৩)। তাঁর বাড়ি মারিশদা থানার বামুনিয়া গ্রামে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাতে বাড়িতে টেবিল ফ্যান চালাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। পরিবারের লোকেরা স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মঙ্গলবার পুলিশ মৃতদেহ কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ডেঙ্গু সচেতনতা মিছিল করল মেদিনীপুর

শান্তনু পান, কেশপুর ঃ নবান্নে সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্যবৈঠকের পরের দিনই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে হল আলোচনাসভা। মঙ্গলবার দুপুর ১ টার সময় কেশপুর হাসপাতালের সুপার ডাঃ বিদ্যুৎ পাত্র একটি জরুরি বৈঠকের আয়োজন করেন। উপস্থিত ছিলেন কেশপুর ব্লকের সমস্ত আশাকর্মী, প্রথম এ.এন.এম, দ্বিতীয় এ.এন.এম, আশা ফেসিলেটর ও জি.পি সুপারভাইজারেরা। এইদিন বৈঠক থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার কথা বলেন হাসপাতাল সুপার। আরও বলেন, প্রতিটি গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রত্যেকটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে কুষ্ঠ রোগী ও ডেঙ্গুনিয়ে স্ক্রিনিং করবেন। পরে যাঁদের পরীক্ষায় ধরা পড়বে তাঁদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করা হবে। যাঁদের রোগ গুরুতর হবে তাঁদের সম্পূর্ণ বিনা পয়সায় সরকার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে। অন্যদিকে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা উত্তরত্তর বেড়েই চলেছে। শুধু এই জেলা নয়, সারা রাজ্যেই ডেঙ্গুর প্রকোপ নজরে এসেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত এই জেলায় ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯৩ জন। ইতিমধ্যে, সেপ্টেম্বর মাসে খড়্গপুরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয় দুই জনের। যাতে করে সমাজে ডেঙ্গু আর না ছড়ায় এবং জনসাধারণকে সচেতন করতে মঙ্গলবার বিকালে মেদিনীপুর পৌরসভার তরফ থেকে একটি মিছিল করা হয়। এই মিছিলে ডেঙ্গু নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা প্রেরণ করা হয়। মিছিলে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তরা সিংহ হাজরা, সহসভাধিপতি অজিত মাইতি, পুরপিতা প্রণব বসু-সহ কাউন্সিলাররা। মেদিনীপুর পৌরসভা থেকে বেরিয়ে মিছিলটি শহর পরিক্রমা করে।

পটাশপুরে ভগবৎ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের জগতী গ্রামে ভগবৎসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাক্তন সমবায় মন্ত্রী তথা পটাশপুরের বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ মৃণালকান্তি দাস, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান রামচন্দ্র দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর বলেন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই মানুষের মনে সৎ ভাবনার বিকাশ ঘটে। বিনাশ হয় অপ সংস্কৃতির। তাই এলাকার এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। আগামী ৭দিন ধরে বিভিন্ন ধরণের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন স্থানীয় এলাকাবাসী।

ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য উন্নত পরিষেবা প্রদানের দাবিতে ডেপুটেশান

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ সারা রাজ্যসহ মেদিনীপুর জেলা জুড়ে বাড়তে থাকা ডেঙ্গু প্রকোপের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসা পরিষেবা উন্নতির দাবিতে আন্দোলনে নামল বিজেপি। ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের আরও ভালো পরিষেবা প্রদানসহ একগুচ্ছ দাবিতে মঙ্গলবার বিজেপির প্রতিনিধিরা এগরা মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেন এবং দাবি জানান, ব্লাড শেল সেপারেটের মেশিন বসাতে হবে। এইদিন বিজেপির কয়েকশো কর্মী সমর্থকেরা এগরায় মিছিল করে হাসপাতালে এসে সুপারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, এই হাসপাতালে ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে ইউনিট খুলতে হবে, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত রোগীদের তালিকা প্রকাশ করা, সুপার হাসপাতালে আইসিইউ বিভাগ চালু করা, ব্লাড ব্যাঙ্ক, ময়নাতদন্ত, প্রসূতিদের উপযুক্ত চিকিৎসা পরিষেবা, প্রতিনিয়ত সাফাই, অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করতে হবে ও অবিলম্বে অবৈধ নির্মাণ বন্ধ করতে হবে। এগরা শহর বিজেপির সভাপতি জয়ন্তি দাস বলেন, রাজ্যের সর্বত্র সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলো দাঁড়িয়ে আছে নীল-সাদা রঙ করে। সেখানে ডাক্তার নেই, পরিষেবা নেই। মানুষ সেখানে ঢোকেন সামনে দিয়ে আর বেরিয়ে যান পিছনের দরজা দিয়ে মৃত অবস্থায়। হাসপাতালের সুপার গোপাল গুপ্ত বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় এই হাসপাতালের রেকর্ড অনেক ভালো। সমস্ত দাবিদাবাগুলি খুব দ্রুত রূপায়ণ হবে।

স্ত্রীকে খুনের চেষ্টায় গ্রেফতার স্বামী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ স্ত্রীকে গলা টিপে খুনের চেষ্টার অভিযোগে স্বামীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। সোমবার দিঘা মোহনা থানার পুলিশ দেবব্রত দলাইকে গ্রেফতার করে। ধৃতের বাড়ি দিঘার মৈত্রীপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সাত বছর আগে রামনগরের চন্দনপুরের সুস্মিতার সঙ্গে দেবব্রতর বিয়ে হয়। বিয়ের পর শিশুকন্যা জন্ম হয়। তারপর থেকেই পণের দাবিতে গৃহবধূকে মারধর করতে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। ২৩ অক্টোবর গৃহবধূকে গলা টিপে খুনের চেষ্টা করে তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলে অভিযোগ। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে গৃহবধূকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। ২৬ অক্টোবর দিঘা উপকূল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। ধৃতকে মঙ্গলবার কাঁথি আদালতে তোলা হলে বিচারক তার জামিন নাকচ করে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে নির্দেশ দেন। দিঘা মোহনা থানার ওসি সঞ্জীব দত্ত বলেন, এই ঘটনায় আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বাকি অভিযুক্তরা পলাতক।

বালি খাদানে শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, আগুন ১০টি মোটরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গড়বেতা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা থানার রঘুনাথপুরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে রঘুনাথপুরে শিলাবতী নদীর চরে অবস্থিত একটি বৈধ বালি খাদানে শ্রমিক নিয়োগকে কেন্দ্র করে পাশাপাশি দুই গ্রামের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে এই বিবাদ সংঘর্ষের রূপ নেয়। লাঠি, বাঁশ দিয়ে এক গোষ্ঠীর লোকেরা অপর গোষ্ঠীর উপর চড়াও হয়। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ২ টি বালি বোঝাই লরি, ২ টি জেসিবি এবং ৬টি মোটরবাইকে আগুন লাগিয়ে দেয় সংঘর্ষকারীরা। এই ঘটনায় ৬ জন আহত হয়, ৪ জনকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসা করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি দুজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গড়বেতা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। তদন্ত চলছে তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে।

জুনপুটে চুরি করতে গিয়ে ধৃত দুষ্কৃতী, পুড়লো টোটো

নিজস্ব সংবাদদাতা, জুনপুট ঃ গভীর রাতে টোটোতে চেপে চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে গেল এক দুষ্কৃতী। তবে বাকিরা পলাতক। কিন্তু গ্রামবাসী চুরির ঝজে ব্যবহৃত টোটোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘটনার বিবরণ, সোমবার গভীর রাতে একটা টোটোতে চেপে কয়েকজন দুষ্কৃতী জুনপুট কোস্টাল থানা এলাকার দুর্গাপুরে যায়। সেখানে জহরলাল সাহু নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরি করার সময় স্থানীয় অধিবাসীরা দেখে ফেলে। দুষ্কৃতীদের ধরতে গ্রামবাসী ছুটে এলে দুষ্কৃতীরাও ছুটে পালায়। এর মধ্যে মারিশদা থানার বেতাবিলিয়ার বাসিন্দা আলফাজ হোসেন খান গ্রামবাসীর হাতে ধরা পড়ে যায়। কিন্তু গ্রামবাসী ধৃত দুষ্কৃতীকে ব্যাপক প্রহার লাগিয়ে চুরির কাজে ব্যবহৃত টোটোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। খবর পেয়ে জুনপুট কোস্টাল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। আটক করে টোটো গাড়ি। ধৃতকে মঙ্গলবার কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। এই ঘটনায় জড়িত বাকি আসামীদের ধরতে ধৃত দুষ্কৃতী আলফাস হোসেন খানকে তিনদিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

পাঁশকুড়া ও মারিশদায় অজানা রোগে মৃত্যু, চাঞ্চল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ও মারিশদা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ও মারিশদায় দুই জনের অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলা জুড়ে। মৃতরা হল মারিশদা থানার দইসাই গ্রামের গণেশ রানা ও পাঁশকুড়া পৌরসভার ১ নওয়ার্ডের বাহারগ্রামের বাসিন্দা রাজেশ কাপুড়িয়া। রাজেশবাবুর মৃত্যুকে ঘিরে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ উঠেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার বাহারগ্রামের বাসিন্দা গ্রহরত্নের ব্যবসায়ী রাজেশ কাপুরিয়া (৪৬) গত মাসের ২০ তারিখ জ্বরে আক্রান্ত হন। মৃতের ভাই মনোজ কাপুরিয়া জানিয়েছেন, দাদা অসুস্থ হয়ে পড়ার পর স্থানীয় একজন গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে দেখানো হয়। মনোজবাবু জানিয়েছেন, সেই চিকিৎসকের পরামর্শ মত দাদাকে পাঁশকুড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ করেছেন, হাসপাতালে রাজেশ কাপুরিয়ার রক্ত পরীক্ষা হলেও তাঁদের হাতে রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। মৃতের ভাই-এর অভিযোগ, পাঁশকুড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকলেও তাঁর দাদার অবস্থার অবনতি হতে থাকায় চিকিৎসার জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই গত ২৮ তারিখ মৃত্যু হয় রাজেশ কাপুরিয়ার। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, জেলা হাসপাতালের তরফেও মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছেনা। তাঁদের দাবি, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়াতেই রাজেশ কাপুরিয়ার মৃত্যু হয়েছে। তাই সবকিছু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করছে স্বাস্থ্যপ্রশাসন। যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ নিতাই চরণ মন্ডল। জানিয়েছেন, জেলায় আচমকা অজানা জ্বরের প্রকোপ বাড়ায় হাসপাতালগুলিতে রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। তাই তাঁদের পরিষেবা দিতে ব্যস্ত চিকিৎসক-নার্সেরা। আর তাকেই অন্যভাবে সকলের সামনে আনছেন কয়েক জন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। অপরদিকে, মারিশদার দইসাইর বাসিন্দা গণেশ রানা (৪৫) কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। স্থানীয় গ্রামীণ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি।

সোমবার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কাঁথি মহকুমা হাসপাতাল ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় এই নিয়ে পাঁচ-ছয় জনের অজানা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।